ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 1 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৫৭ ● কলকাতা ● ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১১ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সীমান্তে কাঁটা তার দিতে BSF-কে দ্রুত জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিল নবান্ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সীমান্তে কাঁটা তার দিতে BSF-কে দ্রুত জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিল নবান্ন। নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে শুরু হয়েছে জমি অধিগ্রহণের কাজ। সম্প্রতি একাধিক জমিদাতাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে গিয়েছে। জমির জন্য বাজারমূল্য থেকে প্রায় ৬ গুণ বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে জমিদাতাদের।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মহিলা চিকিৎসকের শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার অধ্যাপক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাঁকুড়া : চলন্ত চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের এসি কামরায় এক মহিলা চিকিৎসককে শ্লীলতা হানির অভিযোগে হাওড়া থেকে গ্রেফতার হলেন এক অধ্যাপক। মঙ্গলবার ঐ অধ্যাপককে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে সাত দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।এদিকে অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী তাপস চৌধুরী জানান, অভিযোগকারীনি প্রথমে রেল পুলিশের কাছে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করলেও পরে তিনি বয়ান বদলে ধর্ষণের অভিযোগ যুক্ত করেন। কেন একজন চিকিৎসক এইভাবে তার বয়ান বদল করলেন তা বোধগম্য হচ্ছে না। এই ঘটনার পেছনে থাকা কোন সত্য আদালতের সামনে আসছে না। যাই হোক পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আমার মক্কেল আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু তার মাঝে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত ব্যক্তি পুলিশকে সমস্ত রকম তদন্তে সহযোগিতা করছেন। প্রকৃত সত্য সামনে

এরপর ৩ পাতায়

ওর ফাঁসি হোক,' কানাইপুরে নাবালিকা ধর্ষণে ছেলের মৃত্যুদণ্ড চান মা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হুগলি: কানাইপুরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ধৃতের ফাঁসি চাইলেন অভিযুক্তের মা। ছেলে যে অপরাধ করেছে তার ক্ষমা হয় না। যে-কোনও শাস্তিই তার জন্য কম। একথা জানিয়ে ছেলের ফাঁসি চেয়েছেন অভিযুক্তের মা।উল্লেখ্য, গত ২৭ মে হুগলির কানাইপুরের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বছর তেরোর নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। প্রতিবেশী যুবক তাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে তুলে নিয়ে যায়। রাতে অভিযুক্ত ফিরে এলেও পাওয়া যায়নি নাবালিকাকে। পরে যুবকও বেপাত্তা হয়ে যায়। ৪৮ ঘণ্টার পর নপাড়ার বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ। তাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। দেহ উদ্ধারের পরই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তের খোঁজ মেলে। পুলিশ ধর্ষণ ও খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। ২ জুন শ্রীরামপুর পকসো আদালতে পেশ করে অভিযুক্তকে দশ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেয় তদন্তকারীরা। পরবর্তী শুনানির আগে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ।মঙ্গলবার উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে।অভিযুক্ত কে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় তদন্তকারীরা। ঘটনার দিন অভিযুক্ত নাবালিকাকে বাড়ি থেকে কীভাবে নিয়ে গিয়েছিল? তারপর কোন দোকান থেকে বিস্কুট কেনে? সঙ্গে অপরাধ স্থল পুলিশকে দেখায় অভিযুক্ত। ঘটনার পুনর্নির্মাণকে কেন্দ্র করে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয় এলাকায়। নাবালিকার বাড়ি থেকে শুরু করে গোটা রাস্তায় ছিল ব্যাপক পুলিশি প্রহরা।

আগামী ১২ জুন শ্রীরামপুর পকসো আদালতে অভিযুক্তকে পেশ করা হবে। তার আগে পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে চাইছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ ইতিমধ্যেই হাতে পেয়েছে পুলিশ। যা আগামী শুনানির সময় আদালতে পেশ করা হবে।

এদিন ঘটনার পুনর্নির্মাণের কথা জানতে পেরে অভিযুক্তের মা চোখ মুখতে মুখতে বলেন, "ছেলে যে নোংরা ঘটনা ঘটিয়েছে তার জন্য যে-কোনও সাজা ছোট। আমি মা হয়ে চাই ছেলে কখনও ছাড়া না পাক। ছেলের জন্য অন্য এক মায়ের কোল খালি হয়েছে। ওর ফাঁসি হোক।"

স্মার্ট মিটার বসানো স্থগিত করে দিলো রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- গত কয়েকদিন ধরেই স্মার্ট মিটার নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য। জোর করে বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। লাগামছাড়া বিল আসছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন অনেকে। আপাতত কোনও বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানো হবে না। রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরের দেওয়া নোটিসে জানানো হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে একাধিক বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছিল, তবে বেশ কিছু অভিযোগ আসায় আপাতত

এরপর ৬ পাতায়

তৈরী হতে চলেছে জ্যোতি বসুর বায়োপিক

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

ভারতীয় রাজনীতির কিংবদন্তী পুরুষ জ্যোতি বসুর বায়োপিক তৈরী হতে চলেছে। একটানা তেইশ বছর ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বাঙালির বহু আশার আলো এবং আক্ষেপের অন্ধকারও বটে। কারণ 'ঐতিহাসিক ভুলে' ফসকে গিয়েছিল বাঙালির প্রধানমন্ত্রী হওয়া। বলা বাহুল্য তিনি জ্যোতি বসু। এবার বড়পর্দায় জীবন্ত হয়ে উঠবেন তিনি! জ্যোতি আবেগে শান দিতে এবার তাঁকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে বায়োপিক, এমনটাই খবর সিপিএম সূত্রে। কাকে দেখা যাবে জ্যোতিবাবুর চরিত্রে? এখনও তা চূড়ান্ত না হলেও নাসিরুদ্দিন শায়ের কথা অনেকে ভেবিছেন।

সম্পূর্ণ সিপিএমের পার্টি ফান্ডে তৈরি হতে চলেছে জ্যোতি বসুর বায়োপিক। ইতিমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কথা হয়েছে নাসিরুদ্দিন শাহর মতো অভিনেতাদের সঙ্গে। জানা গিয়েছে, আগামী বছরের শুরু থেকে আরম্ভ হবে ছবির প্রিপ্রোডাকশনের কাজ। জ্যোতি বসু রিসার্চ সেন্টারের ব্যানারে এই বায়োপিক তৈরি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সিপিএমের তরফে। ভারতীয় রাজনীতির এই অনন্য চরিত্রের বহু জানা ও অজানা তথ্য তুলে ধরা হবে জীবনীমূলক ছবিটিতে। ইতিমধ্যে কলকাতা ও মুম্বইয়ের একাধিক পরিচালকদের সঙ্গে কথা বলেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট নেতৃত্ব। এই বিষয়ে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা রবিন দেব জানিয়েছেন, জ্যোতিবাবু এমন অনেক কাজ করে গিয়েছেন যা অনেকেরই অজানা। এবার সেগুলিই তুলে ধরা হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বায়োপিকে।

(১ম পাতার পর)

সীমান্তে কাঁটা তার দিতে BSF-কে দ্রুত জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিল নবান্ন

সীমান্ত সংলগ্ন এক এলাকাবাসী বলেন, "তার কাঁটা যদি হয়ে যায়, তাহলে সত্যিই অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকতে পারবে না। আমরাও অনেকটা সুরক্ষিত থাকব। কিন্তু এতদিন জমির দাম পেতাম না। খালি হাতে সরতাম কোথায়?"

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে একাধিক জায়গায় বাংলা অরক্ষিত ছিল। সেখানে থেকে অনুপ্রবেশ বিএসএফের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে সেই উদ্বেগ আরও বেড়েছিল। তাই এবার কেন্দ্র-রাজ্য বোঝাপড়ায় অরক্ষিত এলাকাগুলোকে রক্ষিত করতে তৎপর

বিএসএফ।স্বাভাবিকভাবেই খুশি জমিদাতারা। জমির ভাল দাম পাওয়ায় সীমান্তের চাষিরাও জমি দিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। ধানতলা থালার দত্তফুলিয়া, হাঁসখালি, কৃষ্ণগঞ্জ থানার বিজয়পুর এলাকায় একাধিক জায়গার জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। চাপড়া থেকে করিমপুর পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের কাজ জোরকদমে চলছে। এলাকাবাসীরও বক্তব্য, সীমান্তে কাঁটা তার সর্বত্র পড়লে, তাঁরাও নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

ভূমি ও ভূমি সংস্কারের অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রলয় রায় চৌধুরী বলেন, "জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু বোঝাপড়া-আপোসের ব্যাপার থাকে। B S F - এর আধিকারিকরাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। BSF নিজেই রিভিউ করছে। আশা করছি, জমি কেনার বিষয়টা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলতে পারব।"

(১ম পাতার পর)

চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মহিলা চিকিৎসকের শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার অধ্যাপক

আসুক এটাই চাই।ওই অধ্যাপক পুরুলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গত ২৭ মে বাঁকুড়া স্টেশনে জিআরপি থানায়(Bakura GRP) পুরুলিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজের এক চিকিৎসক ও অধ্যাপক শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পত্রে ওই মহিলা চিকিৎসক ও অধ্যাপক জানান ২৬ মে রাতে পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য তিনি হাওড়া স্টেশন থেকে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের এসি কামড়ায় ওঠেন। পরের দিন ভরে বিষ্ণুপুর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছানোর আগে ঘুম থেকে উঠে পড়েন তিনি। কারণ তার এক সহযাত্রী তার সঙ্গে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন।

লিখিত এই অভিযোগ পাওয়ার পর বাঁকুড়ার স্টেশনের রেল পুলিশ তদন্তের নামে। গত কয়েকদিন থেকে অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হচ্ছিল। সোমবার রেল পুলিশ জানতে পারে ওই অভিযুক্ত পেশায় অধ্যাপক হাওড়ায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। সেই অনুযায়ী বাঁকুড়া স্টেশনের রেল পুলিশ হাওড়ায় এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তারপর তাকে বাঁকুড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিএন এস' র ৭৪,৬৪ এবং ৬২ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করেছে বাঁকুড়া রেল পুলিশ। বাঁকুড়া জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী রথীনদের জানিয়েছেন ঘটনার দিন পুরুলিয়ার সরকারি মেডিকেল কলেজের মহিলা চিকিৎসক অধ্যাপক এবং পুরুলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একই ট্রেনে একই কামড়ায় সফর করছিলেন। ঐ অধ্যাপক চিকিৎসকের শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযুক্ত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানান।কিন্তু বিচারক জামিনের আবেদন নাকচ করে আগামী ১৬ জুন পর্যন্ত তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিধানসভায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে আজ মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি । কিন্তু তার বক্তব্য শেষ হতেই স্পিকার বিমান ব্যানার্জি অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করে দেন । বিরোধীদের বলার সুযোগ না দেওয়ায় বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দল তুমুল বিক্ষোভ দেখায় ।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বলেছেন,'১৮০ টা ওবিসি করেছে । তার মধ্যে ১১৯ টা মুসলমান । এই সরকার মুসলমানের সরকার, মুসলিম লীগের সরকার ।' তার অভিযোগ,'মুখ্যমন্ত্রী

হাইকোর্টকে মিথ্যা বলেছেন, সেজন্য সমীক্ষা চালানো হচ্ছে।' সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই কাজ শেষ করা হবে বলেও জানান তিনি। এই দাবি মানতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ আদালতে ভুল তথ্য দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি ও তার সরকার।

সব 'বিদেশি'কেই বাংলাদেশে পুশ ইন করবে আসাম!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের আসাম রাজ্যে বিদেশি শনাক্তকরণ এবং তাদের বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার বিষয়ে রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাম্প্রতিক ঘোষণা এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। রাজ্যের আইনসভায় তিনি জানিয়েছেন, বিদেশি হিসেবে শনাক্ত ব্যক্তিদের সরাসরি বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় কোনো আইনি অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

গতকাল ৯ জুন, আইনসভায় আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট করে দেন যে, এ বিষয়ে রাজ্যের জেলা প্রশাসকরা (ডিসি) সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তিনি আরও জানান, ১৯৫০ সালের একটি পুরনো আইন পুনরায় কার্যকর করা হয়েছে, যার বৈধতা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্বীকৃতি দিয়েছে।

যারা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিদেশি ঘোষিত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, গত কয়েক সপ্তাহে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে প্রায় ৩৫০ জনকে বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করা হয়েছে।

তিনি ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায়ের কথাও উল্লেখ করেন। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের সেই রায়ে বলা হয়েছিল, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর যেসব ব্যক্তি আসামে প্রবেশ করেছেন, তারা ভারতের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবেন না। রায়ে আরও স্পষ্ট করা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর আসামে প্রবেশকারীদের কোনো ধরনের ছাড় বা ব্যতিক্রম দেওয়ার সুযোগ নেই। আদালত ১৯৫০ সালের 'পুশ ইন' আইনকেও বৈধ ঘোষণা করে এবং জানায় যে, এই আইনের আওতায় জেলা প্রশাসকরা চাইলে যে কাউকে 'পুশ ইন' করতে পারবেন, যার জন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হবে না।

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা মতো সীমান্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ২ হাজার ৬০টি বাড়ির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে অতিরিক্ত ২৫ কোটি টাকা ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করলেন অমিত শাহ

সীমান্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ২ হাজার ৬০টি বাড়ির জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা মতো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে অতিরিক্ত ২৫ কোটি টাকা দ্রুত মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। অপারেশন সিঁদুর – এর পর, জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির জন্য অতিরিক্ত ক্ষতি পূরণের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির জন্য ১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ক্ষতি পূরণ দেওয়ার কথা বলেন তিনি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দ্রুত এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে। পাঞ্জাব সীমান্ত এলাকাতেও অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ২৯ ও ৩০ মে পুঞ্চ সফর করেন। আন্তঃসীমান্ত গোলাবর্ষণে যেসব পরিবারগুলির সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের নিকটাত্মীয়ের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি। নিয়মানুযায়ী, সীমান্ত এলাকায় গোলাবর্ষণে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হলে দ্রুত ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়।

অপারেশন সিঁদুর – এর পর, কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে আন্তঃসীমান্ত গোলাবর্ষণের অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। জনবসতি এলাকায় কয়েকশো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যালয়, গুরুদ্বার, মন্দির, মসজিদ এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সহ নানা জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকা থেকে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয়। এদের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার মানুষকে ৩৯৭টি অস্থায়ী শিবিরে রাখা হয়। এছাড়াও, রোগীদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে ৩৯৪টি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৬২টি অ্যাম্বুলেন্স কেবলমাত্র পুঞ্চেই রাখা হয়েছিল। আপৎকালীন ব্যবস্থা, জরুরি পরিষেবা, পশুখাদ্যের যোগান সহ অন্য নানা কারণে ২ হাজার ৮১৮ জন অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা হয়েছিল।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চুয়াল্লিশতম পর্ব)

৮২) উদারঙ্গা, ৮৩) হরিণী , ৮৪) মালিনী, ৮৫) গজগামিনী , ৮৬) সিদ্ধি , ৮৭) ত্রৈন্যাসৌম্যা , ৮৮) শুভপ্রদা, ৮৯) বিষ্ণুপ্রিয়া , ৯০) বরদা , ৯১) বসুপ্রদা, ৯২) শুভা , ৯৩)চঞ্চলা , ৯৪) সমুদ্রতনয়া , ৯৫) জয়া , ৯৬) মঙ্গলাদেবী, ৯৭) বিষ্ণুবক্ষাস্থলাসিক্তা , ৯৮) বিষ্ণুপত্নী, ৯৯) প্রসন্নাক্ষী , ১০০) নারায়নসমাশ্রিতা ,১০১) দারিদ্রধ্বংসিণী, ১০২) কমলা, ১০৩) সর্বপ্রদায়িনী, ১০৪) পেঁচকবাহিণী, ১০৫) মহালক্ষ্মী, ১০৬) ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা , ১০৭) ত্রিকালজ্ঞানসম্পূর্ণা, ১০৮) ভুবনমোহিনী। প্রাতঃকালে মা লক্ষ্মীর নিম্নলিখিত নাম উচ্চারনে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভরা রাস্তায় কাউন্সিলরকে চুলির মুঠি ধরে মার মহিলার

বেবি চক্রবর্তী : উত্তর ২৪ পরগনা

ভরা রাস্তায় কাউন্সিলরকে চুলির মুঠি ধরে মার মহিলার। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা পানিহাটির পুরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডে।কাউন্সিলর কে ধাক্কা মারে একটি স্কুটি। প্রতিবাদে স্কুটির চালককে চড় মারেন কাউন্সিলর। আর তারপরই কাউন্সিলরকে চুলের মুঠে ধরে মারলেন স্কুটির চালক। পানিহাটি মহোৎসবতলা ঘাট থেকে বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন কাউন্সিলর শ্রাবন্তী রায়। তখন একটি স্কুটি এসে ধাক্কা মারে। কাউন্সিলর শ্রাবন্তী রায় প্রতিবাদ করলে ওই মহিলা স্কুটি চালক গালাগালি দেন বলে অভিযোগ। তখন কাউন্সিলর ওই মহিলাকে চড় মারতেই কাউন্সিলরকে চুলের মুঠি ধরে মারতে থাকেন হলে অভিযোগ।এমনই একটি ভিডিয়ো সামনে আসে। তাতে দেখা যায়, দুই মহিলাকে ছাড়াতেই পারছেন না মধ্যস্থতাকারীরা।যদিও কাউন্সিলর শ্রাবন্তি রায়ের অভিযোগ, "স্কুটি চালক ওই তরুণী মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।ওই মেয়েটি খুব ছোট, ওর ভবিষ্যৎ আছে। তাই ওর কিছু হোক, আমি চাই না!

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বাংলায় মাতৃ শক্তি উপাসনার ধর্ম প্রচলিত। এই মাতৃকা আদ্যা, নিত্যা, জগদকারণ ও অব্যক্ত, কিন্তু তবু আমরা তাঁর রূপ কল্পনা করেছি। আমরা মাতৃকা-উপাসকরা এক এক কল্প এক একজন মাতৃকার অধীনে থাকি, এ কল্পনা যথার্থ মনে হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচারের দাবী এবার সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডাক্তার তিলোত্তমার বিচারের ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তের ওপর যখন প্রশ্ন তুললো তিলোত্তমার মা বাবা । ঠিক তখনই কলকাতা থেকে অনেক দূরে দিল্লীতে কনভেনর ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে চিঠি দিয়ে এবং তারপর ভারতের বিচার ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে ধনঞ্জয় মামলা পুনর্বিচারের দাবীতে সারাদিন প্রচার করলো ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের সদস্যরা । ইতিপূর্বেই ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর দপ্তরে ধনঞ্জয়ের মামলা পুনর্বিচারের দাবীতে চিঠি গৃহীত হয়েছে । রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারি নিজেই জানিয়েছেন ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের আন্দোলন ইতমধ্যেই রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর নজরে এসেছে । যদি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই মামলা পুনর্বিচারের দাবী উঠে আসে তাহলে রাষ্ট্রপতি দপ্তর থেকে নিশ্চই মামলা পুনর্বিচারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে । ধনঞ্জয় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের কনভেনর ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য "আমরা ইতিমধ্যেই ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চিঠি দিয়ে পুনর্বিচারের দাবী জানিয়েছি । ফাঁসুরে নাটা মল্লিকের ছেলে ও তার পরিবারের সদস্যরাও আজ আমাদের মঞ্চে যোগদান করেছেন সত্য অনুসন্ধানের আশায় । ইতিপূর্বেই আমরা মহাকুম্ভে ধনঞ্জয় বাবু, হেঁতাল দেবী এবং নাটা মল্লিক বাবুর আত্মার শান্তি কামনায় মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম । বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চলে আমাদের মঞ্চের পক্ষ থেকে মামলা পুনর্বিচারের দাবীতে সই সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়েছে । আমাদের এই উদ্যোগকে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারও স্বাগত জানিয়েছে । কিন্তু এখন বিষয়টি আর শুধুমাত্র একজন হতভাগ্য ব্যক্তি ধনঞ্জয়, তার পরিবার বা কুলোডিহি গ্রামের বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই । এই মুহূর্তে ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে প্রথম করা এফ.আই.আর. কপি থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারে ফাঁসি হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ফাইল, নথিপত্র এবং তথ্য প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে যা প্রমাণ করবে ধনঞ্জয় নির্দোষ ছিলেন । শুধুমাত্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান হওয়ার অপরাধে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য্য এবং তৎকালীন সিপিএম সরকার আসল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য ধনঞ্জয়কে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে । রাষ্ট্রপতি ভবনের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে জানিয়ে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট চত্বর থেকে আমাদের সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলাম । আমরা ভারত এবং বাংলার গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট গুলোতে আইনজীবী বন্ধুদের মাঝে গিয়ে প্রচার করবো এবং তাদেরকে আমাদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি । কারণ দিনের শেষে একটি ত্রুটিহীন বিচার ব্যবস্থা এবং অপরাধমুক্ত সমাজ ব্যাবস্থা স্থাপন করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব হওয়া উচিত ।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

গত ১১ বছরে ভারতের ডিজিটাল সংযোগ বিপ্লব সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি ১০ জুন ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১১ বছরে ভারতের ডিজিটাল সংযোগ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারের দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ আজ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়ার এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লেখেন :

"আমাদের সরকার দেশের ডিজিটাল সংযোগকে বিশ্ব স্তরে সুবিধা সম্পন্ন করতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @JM_Scindia তাঁর লেখা নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় বলেছেন, বিগত ১১ বছরে এই সফলতা কিভাবে আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে আরও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।"

ভারতে প্রযুক্তিচালিত বয়ন ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশ সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ শেয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১০ জুন ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভারতের প্রযুক্তিচালিত বয়ন ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ শেয়ার করেছেন। ন্যাশনাল টেকনিক্যাল টেক্সটাইল মিশন (এনটিটিএম) এবং উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহদান প্রকল্প (পিএলআই)-এর মতো কর্মসূচি বস্ত্র ও বয়ন ক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ এবং রপ্তানির প্রসার ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারতকে সারা বিশ্বে নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় স্থাপিত করেছে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং উল্লেখ করেছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং-এর পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত তিমিরাই সেদিন খবর দিল ইজরায়েলি সেনাকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্যাটেলাইট ফোন ছাড়া আর কোনও কোনও কমিউনিকেশন ডিভাইস ছিল না। জাহাজে সব সওয়ারির ইন্টারনেট এবং ফোনও অফ করা ছিল। ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ কোনওভাবেই যাতে জাহাজের নাগাল না পায়, তার জন্য এত কিছু। কিন্তু শেষরক্ষা আর হল কই। ইজরায়েলের জলসীমা থেকে অনেকটা দূরে, মেডলিনের অবস্থান জেনে যায় আইডিএফের নৌবাহিনী।দ্য টাইমস অফ ইজরায়েল পত্রিকার দাবি, আইডিএফের মুশকিল আসান হয়েছে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত একদল তিমি। যারা কিনা আইডিএফের নাভাল ফোর্সেরই সদস্য। এই তিমির দলকে কাজে লাগিয়েই গ্রেটাদের জাহাজের অবস্থান জানতে পারে আইডিএফ।মোটামুটি ৪০ মিনিটের নাটকীয় অভিযান। গ্রেটা থুনবার্গদের নিয়ে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে তেল আভিভের পথে রওনা

হয়েছে আইডিএফ। ইজরায়েলি ফৌজ তাঁদের জাহাজের খুব কাছে চলে এসেছে বুঝতে পেরে সোশাল মিডিয়ায় বার্তা পাঠান গ্রেটা এবং জাহাজের আর এক সওয়ারি তথা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য রীমা হাসান।

আইডিএফ যাতে তাঁদের জাহাজে উঠতে না পারে, সে জন্য আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন তাঁরা। সেই বার্তায় গ্রেটা থুনবার্গ অভিযোগে করেন, তাঁদের জীবন বিপন্ন। ইজরায়েলি ফৌজ তাঁদের জাহাজে হামলা চালাতে পারে। যদিও আইডিএফ দাবি করছে, জাহাজের হামলার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। সেই জন্যই বারবার গ্রেটাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। জাহাজের দখল নেওয়ার পর গ্রেটাদের ছবিও পোস্ট করে আইডিএফ।

গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে একতরফা যুদ্ধ চলছে। ওখানে ত্রাণ ঢুকতে দিচ্ছে না আইডিএফ। খাবার ও দুধ আটকে দেওয়ায় গাজার হাজার হাজার শিশু মৃত্যুর মুখে। এমনই আটটি অভিযোগ তুলে জাহাজে করে গাজার দিকে রওনা হয়েছিলেন গ্রেটা সহ মোট ৮ জন সমাজকর্মী। তাঁরা দাবি করেছিলেন, গাজার শিশুদের ত্রাণ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম দিতেই তাঁদের গাজা অভিযান। কিন্তু ইজরায়েল প্রথমে এই নিয়ে কড়া অবস্থান নেয়। খোদ ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, গ্রেটাদের কোনওভাবেই গাজার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেওয়া হবে না।

নেতানিয়াহু দাবি করেন, গাজায় ত্রাণ কিংবা খাবারের অভাব নেই। রাষ্ট্রসংঘের অফিস থেকে রান্না করা খাবার বিতরণ হচ্ছে। হাসপাতালগুলিও চালু রয়েছে। গ্রেটাদের সামনে রেখে গাজায় অশান্তি বাঁধাতে এইসব ফন্দিফিকির চলছে বলেও দাবি করেন তিনি। নেতানিহুয়ার নির্দেশ ছিল, মেডিলিন জাহাজকে ইজরায়েলের জলসীমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেওয়া যাবে না। সোমবার ভোর পর্যন্ত আইডিএফ গ্রেটাদের জাহাজের নাগালই পায়নি। জাহাজে কোনও কমিউনিকেশন ডিভাইস ব্যবহার না করেই এগোচ্ছিল মেডলিন।

স্বনির্ভরতা ও আধুনিকীকরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিগত ১১ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের অভূতপূর্ব বিকাশকে কুর্ণিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১০ জুন ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বলেছেন, বিগত ১১ বছরে ভারত নিজের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে আধুনিকীকরণ ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করায় দেশের মানুষ যে অবিচল দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন।

মাইগভইন্ডিয়া-র পক্ষ থেকে একটি এক্স পোষ্টের প্রতিক্রিয়ায় একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিধানসভায় গান গাইলেন শিক্ষা মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা :- 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে দেশজুড়ে যখন আলোচনা তুঙ্গে, তখন মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই অভিযানের প্রকৃত কৃতিত্ব ভারতীয় সেনারই বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি বিধানসভায় গানও গেয়ে শোনান। এই অভিযানের সাফল্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিভিন্ন আলোচনা চলে অনেকদিন ধরে। এরই মধ্যে, বিধানসভায় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় সেনার বীরত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে একটি প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবের উপর বিতর্কে অংশ নিয়ে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "অপারেশন সিঁদুর কোনও রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সেনার কৃতিত্ব। এরপর তিনি ভারতীয় সেনার শৌর্য ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করে একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনান।

(২ পাতার পর)

স্মার্ট মিটার বসানো স্থগিত করে দিলো রাজ্য সরকার

সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে। বিদ্যুৎ দফতরে বিক্ষোভ দেখান হুগলির রবীন্দ্রনগর কালীতলার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, জোর করে ওই মিটার বসিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর তারপরই লাফিয়ে বেড়েছে বিল।পরপর এমন অভিযোগ উঠতে থাকায় গৃহস্থের বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করে দিল বিদ্যুৎ দফতর। বারাসাতের চাঁপাডালি মোড়ে এই স্মার্ট মিটার নিয়ে ওঠা অভিযোগ চলে যায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ দফতরকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেন বলে জানা যাচ্ছে।

সিনেমার খবর

কার্তিকের সঙ্গে কি বিয়েটা হয়েই গেল শ্রীলীলার?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান ও দক্ষিণি অভিনেত্রী শ্রীলীলা বেশ কিছুদিন ধরেই প্রেম বিতর্কের গুঞ্জন চলছে। এদিকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সয়লাব শ্রীলীলার গায়ে হলুদের ছবিতে।

সোশ্যালে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ছবিতে দেখা গেছে, শ্রীলীলাকে হলুদ মাখাচ্ছেন একাধিক জন। নারী-পুরুষ উভয়ের হাত থেকেই হলুদ মাখছেন তিনি। মুখে নির্মল হাসি। নিজের সংস্কৃতি মেনে সেজেছেন নায়িকা।

পরনে পেলব নীল আর ঘিয়ে রঙের মিলমিশে তৈরি শাড়ি। সঙ্গে হালকা গয়না, চুলে ফুল। সব মিলিয়ে ঝলমল করছেন তিনি।

সামনে হলুদ, কুমকুম, পানপাতায় সাজানো একটি রেকাব। সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তাঁর কপালের লাল টিপ আর সিঁথির সিঁদুর।

ছবিগুলো নেটিজেনদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। ছবিগুলোতে ধরা পড়েছে অভিনেত্রীর গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান! সাধারণত যা বিয়ের আগে হয়। এসব ছবি দেখেই চোখ কপালে সবার। সমাজমাধ্যমে প্রশ্নের বন্যা, কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গেই বিয়ে হচ্ছে নায়িকার?

কার্তিক আরিয়ান-শ্রীলীলা কি সাত পাক ঘুরেই ফেললেন? আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর হন্যে হয়ে খুঁজছে বলিউড এবং দুই তারকার অনুরাগীরা।

অনুরাগ বসুর আগামী ছবিতে প্রথম জুটি বেঁধেছেন কার্তিক-শ্রীলীলা। প্রথম দিন থেকেই জুটির চাহিদা তুঙ্গে। তার ওপরে কার্তিকের মা হবু বউমার মধ্যে যা যা গুণ দেখতে চেয়েছেন সব কটিই নায়িকার মধ্যে রয়েছে! কার্তিকের বাড়ির একাধিক অনুষ্ঠানে দেখা গেছে শ্রীলীলাকে। ফলে গায়ে হলুদের ছবি ছড়াতেই হুলস্থূল শুরু।

নিন্দুকেরা যদিও বলছেন, সবটাই নাকি নতুন ছবির প্রচারের স্বার্থে। না হলে ছবি শেষ হতে না হতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসার মতো বোকামি করবেন না কার্তিক-শ্রীলীলা।

কিছু অনুরাগীর দাবি, শ্রীলীলার জন্মদিন উপলক্ষে নাকি এই রীতি পালিত হয়েছে। তবে ইন্টারনেটে খুঁজলে জানা যাচ্ছে, নায়িকার জন্মদিন ১৪ জুন।

ছবিতে দেখানো রীতির সঙ্গে কেউ কেউ উত্তর ভারতীয় রীতির মিল খুঁজে পেয়েছেন। আবার প্রশ্ন উঠছে, যদি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানই হয়, তবে সিঁথিতে সিঁদুর কেন? জন্মদিনের অনুষ্ঠানেই বা কেন সিঁদুর পরবেন নায়িকা?

তবে অনেকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, দক্ষিণী নারীর চুলে ফুলের সাজ আর অবিবাহিতদেরও কুমকুম বা সিঁদুর ব্যবহারের কথা। যদিও পুরো বিষয়টি ধোঁয়াশায় ঢাকা।

বাজেট কম হলেই ছবি বেশি সুপারহিট : ফারাহ খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফারাহ খান শুধু চলচ্চিত্রের গানের কোরিওগ্রাফি করেননি, তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছেন। 'তিস মার খান' ছবিটিও পরিচালনা করেছিলেন, যেখানে অক্ষয় কুমার এবং ক্যাটরিনা কাইফ প্রধান চরিত্রে ছিলেন। 'শিলা কি জাওয়ানি' গানটিও পরিচালনা করেছিলেন ফারাহ। এবার ফারাহ জানালেন, এই গানটি তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সস্তা গান।

সম্প্রতি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ফারাহ খান বলেন, 'যখন কেউ আমাকে বলে যে সে তার গান বড় বাজেটে তৈরি করেছে তখন আমি খুশি হই না। আমি মনে করি আপনার বাজেট যত কম হবে, আপনি তত ভালো চিন্তা করবেন। আমার জীবনের সবচেয়ে চটকদার গান হল শিলা কি জওয়ানি।'

ফারাহ বলেন, 'আমাদের কোনো সেট ছিল না এবং সেখানে মাত্র ১০ জন নৃত্যশিল্পী ছিল। আমরা মাত্র সাড়ে তিন দিনে পুরো গানটির শুটিং করেছি। এটি আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সস্তা এবং সবচেয়ে বড় হিট ছিল। এটি আমার হিট গানের তৃতীয় বা চতুর্থ গান।'

আপনাদের জানিয়ে রাখি, শিলা কি জাওয়ানি গানটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছিল। এখনও নানা পার্টিতে এই গান বাজানো হয়। এতে ক্যাটরিনার লুক ও গানের কথা বেশ আলোচিত হয়।

সামান্য ভুলে ৭ বছর জুহির সঙ্গে কথা বলেননি আমির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খান সম্প্রতি এক পডকাস্টে নিজের পুরনো কিছু আচরণগত সমস্যার কথা অকপটে শেয়ার করেছেন।

রাজ শামানির পডকাস্টে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, একটা সময় তিনি নিজের সিনেমা নিয়ে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে বাইরের পৃথিবীর কিছুই গায়ে লাগত না। তখনকার আমির ছিলেন একরোখা ও প্যাসিভ-অ্যাগ্রেসিভ স্বভাবের।

এ প্রসঙ্গে আমির খান একটি ঘটনার কথা তুলে ধরে জানান, তিনি অভিনেত্রী জুহি চাওলার সঙ্গে সামান্য এক ভুল বোঝাবুঝির কারণে টানা সাত বছর কথা বলেন। যদিও তখনও তারা একসঙ্গে কাজ করতেন।

আমির বলেন, জুহি অনেকবার চেষ্টা করেছে বিষয়টা ঠিক করতে, কিন্তু আমি একদম ছাড় দেয়নি। এমনকি আমার সাবেক স্ত্রী রীনা দত্তাও বলেছিল- তুমি কী করছো? ওর সঙ্গে দেখা করো, কথাটা শেষ করো। কিন্তু আমি শুনিনি।

এই ঘটনাটিকে আমির নিজের জীবনের অন্যতম বড় ভুল হিসেবে স্বীকার করেন। এছাড়া তিনি জানান, তার দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাওয়ের সঙ্গেও একসময় এমন অনেক ঘটনা ছিল যেগুলো থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত কথা না বলার ঘটনা ঘটেছে। নিজের ভেতরে সবসময় দুইটি চিন্তা চলতো- একটা ক্ষমা করে ভালোবাসা দেখাতে চাইতো আর একটা দিক কঠোর হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ থাকতো।

তবে বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' বলেন, এখন সেই পুরনো 'জেদি আমির' আর নেই। থেরাপির মাধ্যমে তিনি নিজের আবেগ ও আচরণ অনেকটা বুঝতে পেরেছেন এবং বদলাতে পেরেছেন।

ফ্রেঞ্চ ওপেন: দীর্ঘস্থায়ী ফাইনালের রেকর্ড গড়ে শিরোপা ধরে রাখলেন আলকারাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফ্রেঞ্চ ওপেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম ফাইনাল। তাতে ফ্রেঞ্চ ওপেনের তো অবশ্যই, নিঃসন্দেহে গ্র্যান্ড স্লামেরও অন্যতম গ্রেটেস্ট ম্যাচ উপহার দিয়েছেন কার্লোস আলকারাজ ও ইয়ানিক সিনার। হার না মানা ৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের দীর্ঘ এক ম্যারাথন লড়ে ইতিহাস গড়েই জয় তুলে নিয়েছেন আলকারাজ।

পূর্বের রেকর্ড ছিল ৪ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের। ১৯৮২ সালে দীর্ঘতম ফাইনালে আর্জেন্টিনার গুইলার্মো ভিলাসকে ১-৬, ৭-৬ (৬), ৬-০, ৬-৪ গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন সুইজারল্যান্ডের ম্যাটস ইউল্যান্ডার। ৭ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ইউল্যান্ডের বয়স তখন ছিল মাত্র ১৭ বছর। রোলাঁ গ্যারোর ফাইনালে গতকাল সোমবার চতুর্থ সেটে তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্টের সুযোগ পেয়েছিলেন সিনার।

তবে 'মৃত্যুর দুয়ারে' দাঁড়িয়েও মনোবল হারাননি আলকারাজ। নিজে স্প্যানিশ হওয়ায় কামব্যাক যেন তার রক্তেই মিশে ছিল।

প্রথম দুই সেট হেরে গিয়ে খাদের কিনারায় ছিলেন আলকারাজ। তৃতীয় সেটে আবার ফাইনাল হারার সেই শঙ্কা। সেই সেট জিতে প্রতিপক্ষকে চতুর্থ সেট খেলতে বাধ্য করলেন। কিন্তু চতুর্থ সেটে সিনারের সেই তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্টের সুযোগ আলকারাজের জন্য বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়ায়। তবে 'মৃত্যুকে' ঠিকই জয় করলেন। পরে টাইব্রেকারে চতুর্থ সেটটিও জিতে নেন তিনি। এবং ম্যাচকে নিয়ে যান ফাইনাল সেটে।

শুরুতে ড্রপ শটে নিজে ধরা খেলেও শেষদিকে এই শটেই বাজিমাত করেছেন আলকারাজ। এর কারণ হতে পারে দুর্দান্ত স্ট্যামিনার অধিকারী সিনারের গতি শেষ দিকে কমে আসা। সেই সুবিধা কাজে লাগিয়ে দুর্দান্ত কিছু ড্রপ শটে পয়েন্ট নেওয়ার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসটাও খুঁজে পান আলকারাজ। আর সেই আত্মবিশ্বাসেই রোলা গ্যারোর শিরোপা নিজের কাছেই রেখে দেন স্প্যানিশ তারকা। গত বারের চ্যাম্পিয়নও ছিলেন ২২ বছর বয়সী তারকা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ক্যারিয়ারের পঞ্চম গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন তিনি।

ক্লে কোর্টের ফাইনালে ৪-৬, ৬-৭, (৪-৭), ৬-৪, (৭-৪) ৭-৬ (১০-২) গেমে জেতাটা সহজ ছিল না আলকারাজের জন্য। স্কোরকার্ডই তার প্রমাণ। শেষ দুই সেট টাইব্রেকারে জেতা তো আর মুখের কথা নয়। সেটিও প্রথম দুই সেটে পিছিয়ে পড়ে। এটা শুধু সম্ভব হয়েছে আলকারাজের দৃঢ় মানসিকতার কারণে। তাই চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্টটা নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ সময়ে নিস্তেজ হওয়া শরীরটাকে মাটিতে ছেড়ে দিলেন।

অন্যদিকে সকল হতাশা গ্রাস যেন করেছে সিনারকে। এ নিয়ে টানা আটবার এটিপির ফাইনালে ওঠেছিলেন ইতালিয়ান তারকা। তার মধ্যে যে তিনবার হারলেন সবগুলোই আলকারাজের কাছেই।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বর্ষসেরা উসমান দেম্বেলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) স্বপ্নপূরণের বছরে আলো ছড়ালেন উসমান দেম্বেলে। ফ্রেঞ্চ ক্লাবটির হয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি স্বরূপ এবার তিনি নির্বাচিত হয়েছেন উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্ষসেরা খেলোয়াড়।

২৮ বছর বয়সী এই ফরাসি উইঙ্গার পুরো টুর্নামেন্টজুড়েই ছিলেন দুরন্ত ছন্দে। ১৫ ম্যাচে করেছেন ৮ গোল, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ৬টি। ফাইনালে ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে ইতিহাস গড়া জয়ে দেম্বেলের নামটি উঠে আসে জোরেশোরে।

প্রাথমিক পর্বে ম্যানসিটির বিপক্ষে দেম্বেলের গোলেই ঘুরে দাঁড়ায় পিএসজি। স্টুটগার্টের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক, প্লে-অফে ব্রেস্তের বিপক্ষে জোড়া গোল, এবং লিভারপুল, আর্সেনালের মতো দলের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ গোল করে দলকে ফাইনালে তোলার পথ মসৃণ করেন তিনি।

পাশাপাশি অ্যাসিস্টেও রেখেছেন বড় ভূমিকা। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল ও ফাইনালে তার পাস থেকেই আসে গুরুত্বপূর্ণ গোল।

গত তিন মৌসুমে বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন ভিনিসিউস জুনিয়র (২০২৩-২৪), রদ্রি (২০২২-২৩) ও কারিম বেনজেমা (২০২১-২২)। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো উসমান দেম্বেলের নাম।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা উদীয়মান ফুটবলার দুয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাত্র ২০ বছর বয়সেই ইউরোপীয় মঞ্চ কাঁপিয়ে দিলেন পিএসজির তরুণ উইঙ্গার দিজিরে দুয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সসহ পুরো আসরজুড়ে ধারাবাহিক নৈপুণ্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি জিতেছেন 'সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়'-এর পুরস্কার।

ফাইনালে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে করেন দুটি গোল, একটি গোলে রাখেন সরাসরি অবদান। সেই পারফরম্যান্সেই জেতেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে দুয়ে খেলেছেন ১৬টি ম্যাচ, করেছেন ৫টি গোল, দিয়েছেন ৫টি অ্যাসিস্ট। সালসবুর্গের বিপক্ষে মাত্র ২৪ মিনিটে একটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট দিয়ে আলোচনায় আসেন

তিনি। এরপর ব্রেস্ত ও অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষেও রাখেন বড় অবদান।

তবে আসল চমক দেখান ফাইনালে। বড় মঞ্চে নিজের সেরাটা উজাড় করে দলকে এনে দেন ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা।

উল্লেখ্য, গত তিন আসরে সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হয়েছিলেন জুড বেলিংহ্যাম (২০২৩-২৪), খাভিচা কাভারাৎসখেলিয়া (২০২২-২৩) ও ভিনিসিউস জুনিয়র (২০২১-২২)। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো দিজিরে দুয়ের নাম।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR